গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নং-৩৮.০০৮.০৩১.০০.০০.০১২.২০১২-৬৯০ তারিখ: ২০ আগস্ট, ২০১৮

বিষয়: সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচি।

জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলে এ প্রচেষ্টা আরও বেশি টেকসই ও ফলপ্রসু হবে বলে আশা করা যায়। এরই আলোকে কাব-স্কাউটস ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি লিফলেট/প্রচারপত্র তৈরি করা হয়েছে, যা এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২। সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো:

১) লিফলেটটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিতরণ;

২) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউট দল গঠন করা। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

৩) কাব-স্কাউটদের মাধ্যমে লিফলেট বিতরণ করা;

৪) লিফলেটে বর্ণিত বিষয়াদির উপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ধারণা/নির্দেশনা প্রদান করা;

৫) উপজেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক সমাবেশে আলোচনার জন্য ট্রাফিক পুলিশসহ অভিজ্ঞ অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করবেন;

৬) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপদ সড়কের বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

৭) অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদের নিকট লিফলেট পৌছানো এবং লিফলেটে বর্ণিত বিষয়াদি পরিস্কারভাবে উপস্থাপন করে ট্রাফিক নিয়ম-কানুন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিতকরণ নিশ্চিতকরণ;

৮) এ পদ্ধতিতে অভিভাবকগণ বিষয়টি অবহিত হয়েছেন মর্মে লিফলেটের নির্ধারিত স্থানে তাদের স্বাক্ষরগ্রহণপূর্বক তা বিদ্যালয়ে ফেরত প্রদান;

৯) এ পদ্ধতিতে কতজন অভিভাবককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রেরণ;

১০) ঈদ উল আযহার ছুটি শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথে এ কার্যক্রম শুরু করা;

১১) প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক/মা সমাবেশের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করা;

১২) এ কার্যক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত করা;

১৩) উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি কাব দল নিয়ে নিরাপদ সড়ক সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা;

১৪) সপ্তাহে একদিন ক্লাসের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাব-স্কাউটদের কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে অবহিত করা;

১৫) ট্রাফিক আইনের সঠিক ব্যবহার এবং মানার বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা;

১৬) কাব-স্কাউটদের মাধ্যমে জনসাধারণের রাস্তা পারাপার এবং ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহারের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

১৭) গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক চিহ্ন ও নিয়মাবলী স্কুলে প্রদর্শন নিশ্চিত করা;

১৮) লিফলেটের পাশাপাশি অনলাইনে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ইউটিউব চ্যানেল, স্যোশাল মিডিয়া এবং শিক্ষক বাতায়ন/কিশোর বাতায়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

১৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ে সার্বিক সমন্বয় করবেন;

২০) প্রত্যেক ইউনিয়নের/পৌরসভার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন বা একাধিক উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করবেন;

২১) উপজেলা শিক্ষা অফিসার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ট্যাগ অফিসারের কার্যক্রম সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহযোগিতা করবেন;

২২) মেট্রোপলিটন এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন;

২৩) মেট্রোপলিটন এলাকায় থানা শিক্ষা অফিসারগণ স্ব স্ব থানা এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের জন্য ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

২৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।

২০/৪/২০২৫

(গোপাল চন্দ্র দাস)
উপসচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২. জেলা প্রশাসক (সকল).......................।
৩. পুলিশ সুপার (সকল).......................।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল).......................।
৫. বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা (সকল বিভাগ) ....।
৬. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল).......................।
৭. উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল).......................।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইন

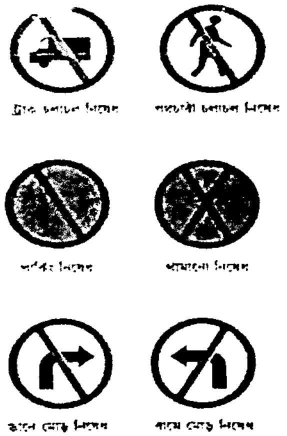

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০
☎: +৮৮-০২-৯৩৩৩৬৫১
📠: +৮৮-০২-৯৩৪২২২৬

follow us on :

www.scouts.gov.bd

https://www.youtube.com/channel/UCB5zFbXBQ3AhKhtxSKwi2ow/videos

https://www.facebook.com/bdscouts/

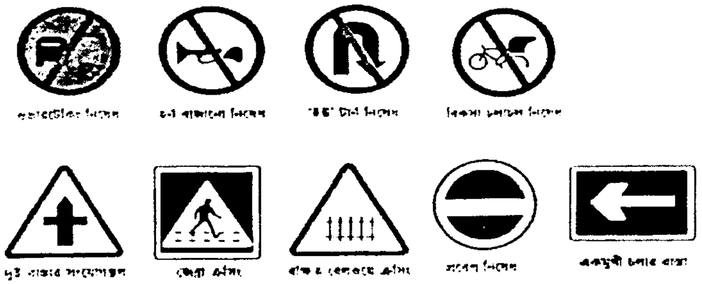

জরুরী যে কোন প্রয়োজনে - ৯৯৯ এ ফোন করুন

* লিফলেটের নিচের অংশটি স্বাক্ষর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিতে হবে।

আমি/আমরা উল্লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলব এবং অন্যকে মেনে চলতে উৎসাহিত করব:

পিতা ও মাতা/অভিভাবকের নাম, সম্পর্ক, মোবাইল	স্বাক্ষর
ক) --	---------
খ) --	---------
গ) --	---------
ঘ) --	---------

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। একতাবদ্ধভাবে কাজ করলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সম্ভব। অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার যেমন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তেমনিভাবে দায়ী পথচারী এবং যাত্রীগণের অসচেতনতা। সকলে মিলেই আমাদেরকে আনতে হবে পরিবর্তন। আসুন আগে আমরা নিজেকে বদলাই এবং অন্যকে বদলাতে সহায়তা করি। তাহলেই আমরা সড়ককে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ করতে পারবো।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ :

ফিটনেসবিহীন গাড়ী, বৈধ লাইসেন্সবিহীন চালক
ওভারস্পীড, ওভারলোড, অতিআত্মবিশ্বাস এবং বেপরোয়া ওভারটেকিং
নিয়ম না মেনে পথ চলা (ফুটপাথ, ফুটওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং)
অসাবধানতা, অমনোযোগিতা (চালক, যাত্রী ও পথচারী)
গাড়ী চালানো ও রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার
চালকের মাদকাসক্তি
ট্রাফিক ও রোড সাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
বিরামহীন দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ী চালনা
চালকের চোখ ও কানের ত্রুটি
শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকা

পথচারী হিসেবে আমার দায়িত্ব :

রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে ভালোভাবে লক্ষ্য করে জেব্রা ক্রসিং/ফুট-ওভারব্রিজ/আন্ডারপাস দিয়ে রাস্তা পার হওয়া
রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
রাস্তায় হেডফোন ব্যবহার না করা
দুই যানবাহনের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাফেরা না করা
ট্রাফিক সিগন্যাল যথাযথভাবে মেনে চলা
ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটা
রাস্তায় অমনোযোগী না হওয়া; দ্রুত বেগে অথবা দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া
প্রয়োজনে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা
লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় রেলক্রসিং পারাপার না হওয়া

যাত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব :

চলন্ত গাড়ীতে হাত, মাথা বা শরীরের কোন অংশ জানালা দিয়ে বের না করা
নির্ধারিত স্টপেজে গাড়ীতে ওঠানামা করা; চলন্ত গাড়ীতে ওঠানামা না করা
বাস বে/নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করা
পরিবহনে ধূমপান না করা
চলন্ত গাড়ীতে গেটে ঝুলে না থাকা
চালককে দ্রুত চালাতে প্ররোচিত না করা; দ্রুত চালালে তাঁকে বারণ করা

চলন্ত গাড়ীতে চালকের সাথে অযথা কথা না বলা
চালককে মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, নারী এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের যানবাহনে আসনের অগ্রাধিকার প্রদান করা; প্রয়োজনে নিজের আসনটি ছেড়ে দেয়া।
অনুমোদনহীন যানবাহন যেমন ইজি বাইক, ইঞ্জিন রিকশা, নছিমন, ভটভটি ইত্যাদিতে আরোহন না করা
গাড়ী থেকে কোন কিছু বাইরে ছুঁড়ে না ফেলা, কফ, থুথু না ফেলা
ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে গাড়ীতে না ওঠা
বাসে/ট্রেনে অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু না খাওয়া
অনির্ধারিত মাইক্রোবাস বা অন্য যানবাহনে শেয়ারে আরোহন না করা

গাড়ী চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব :
ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রাখা
গাড়ী চালনার পূর্বে গাড়ীর প্রাথমিক নিরাপত্তা বিধান যেমন- ইঞ্জিন অয়েল, ব্রেক, গিয়ার, চাকা, জ্বালানী, পানি ইত্যাদি পরীক্ষা করা
বৈধ লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যতীত এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ী না চালানো
অননুমোদিত যানবাহনে ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড, স্টিকার, হুটার, বিকন লাইট ব্যবহার না করা
বেপরোয়াভাবে গাড়ী না চালানো এবং গতিসীমা মেনে চলা
গাড়ী চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাত্রী ওঠানামা না করানো
জেব্রা ক্রসিং হতে নির্ধারিত দূরত্বে গাড়ী থামানো
সিট বেল্ট ব্যবহার করা
হেলপার দিয়ে গাড়ী না চালানো
মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা
গাড়ী চালানোর সময় কারো সাথে কথা না বলা
গাড়ী চালানোর সময় ধূমপান না করা
প্রয়োজন ছাড়া গাড়ীর হর্ন না বাজানো; জরুরী প্রয়োজনে হর্ন বাজালেও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আস্তে বাজানো
হাইড্রোলিক হর্ন বর্জন করা
অনুমোদনহীন স্থানে পার্কিং না করা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে গতিসীমা মেনে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং হর্ন না বাজানো
নিয়মিত চোখ ও কান পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চশমা ও শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা
একটানা ছয় ঘন্টার বেশী গাড়ী না চালানো
কোন অবস্থাতেই উল্টা পথে গাড়ী চালনা না করা
অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরী সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া
বাম লেনে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা
নির্ধারিত লেনে গাড়ী চালানো
গাড়ীতে উঠার আগে

মোটরসাইকেল চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব :
লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল না চালানো
ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে মোটরসাইকেল না চালানো
উল্টা পথে মোটরসাইকেল না চালানো
ফুটপাথ দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
মোটরসাইকেলে আরোহনের পূর্বে চালক ও আরোহীর হেলমেট পরিধান নিশ্চিত করা এবং চালকসহ দুই জনের বেশি আরোহণ না করা
কোন চলন্ত গাড়ীর সাথে পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
দুই যানবাহনের মাঝখান দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো

যানবাহন মালিক হিসেবে আমার দায়িত্ব :
রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ইন্সুরেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় গাড়ী বের না করা ও হালনাগাদ কাগজপত্র গাড়ীতে রাখা
গাড়ীতে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার, ফার্স্ট এইড বক্স ও ময়লা ফেলার ঝুড়ি রাখা
বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ী চালাতে না দেয়া
নিয়মিত সকল চালকের চোখ ও কান পরীক্ষা করা
অপ্রাপ্তবয়স্ক চালককে গাড়ী চালাতে না দেয়া
গণপরিবহনে ৬ ঘন্টা পর পর চালক বদল করা
ট্রাক চালকদের রাস্তার মাঝে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া
চুক্তিতে গাড়ী চালাতে না দিয়ে চালক ও সহকারীদের বেতন ও বোনাস নিয়মিত প্রদান করা
গণপরিবহনের দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর মালিক, চালক, হেল্পার ও সুপারভাইজারের নাম, মোবাইল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন করা

অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব
নিজ সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা
প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য নিয়মিত ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা
শিশুদের জানাতে হবে নিরাপত্তা সর্বাগ্রে এবং জরুরী